www.bhuiyan.com

ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ গাজীপুরের নাগরী গ্রাম

অপূর্ব নিকোলাস ক্রুজ

গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানাধীন নাগরী মিশনের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন ও সমৃদ্ধময়। সেই কবে - ভূষণার রাজপুত্র খ্রীষ্ঠ ধর্ম গ্রহণ করে এর গোড়া পত্তন করেছিলেন, যা আজ অবধি টিকে আছে। ১৬৭০ খ্রীষ্ঠাব্দে তিনি আরাকানে অপহৃত হয়েছিলেন এবং তাকে ফাদার ম্যানুয়েল দ্য রোজারিও উদ্ধার করে খ্রীষ্ঠ ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। নাগরীতে খ্রীষ্টমন্ডলীর প্রথম পদক্ষেপ ছিল গীর্জা প্রতিষ্ঠা করা। ১৪৯৮ খ্রীষ্ঠাব্দে ভাস্কো-দা-গামা ভারতবর্ষে আগমনের পর থেকে প্রধানতঃ ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দের দিকে এ অঞ্চলে পর্তুগীজদের আগমন ঘটতে থাকে। তাদের এ অঞ্চলে আগমনের উদ্দেশ্য ছিলো ব্যবসা বাণিজ্যসহ খ্রীষ্ঠ ধর্ম প্রচার করা। এরই ধারাবাহিকতায় ১৬৯৫ খ্রীষ্ঠাব্দে ভাওয়ালের নাগরীতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় "সেন্ট নিকোলাস টলেন্টিনু গীর্জা"। ফাদার ডোম এঞ্জোস ছিলেন এই গীর্জার প্রথম পাল পুরোহিত ও স্থপতি। এ গীর্জার বর্তমান ভবনখানা ১৮৮৬ খ্রীষ্ঠাব্দে পুনঃ নির্মাণ করা হয়। এই গীর্জার অধীনে আরও একটি ভবন রয়েছে যা ১৯০৬ খ্রীষ্ঠাব্দে নির্মিত, এটি সাধু আন্তনীর গীর্জা নামে পরিচিত। অত্র অঞ্চলের এটিও আকর্ষণীয় স্থাপনা হিসাবে আগ্রহী দর্শনার্থীদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। উলেখ্য গীর্জার মূল ভবনখানা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক অনুসারে দেশের শ্রেষ্ঠ এক হাজার স্থাপত্য শৈলীর একটি।

গাজীপুর জিলার নাগরী গ্রামে পর্তুগীজ পাদ্রী কতৃক ১৬৯৫ খ্রীষ্ঠাব্দে নির্মিত সেন্ট নিকোলাস টলেন্টিনু গীর্জা

এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র বিমোচনসহ রাস্তা-ঘাট, সাঁকো নালা প্রভৃতি উন্নয়নে এ গীর্জার রয়েছে ব্যাপক অবদান। সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয়, পানজোরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়সহ দু'টি প্রাথমিক বিদ্যালয় উক্ত গীর্জা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। এখানে, "পর্তুগীজ এষ্টেট" নামে সুদীর্ঘকাল ধরে জমিদারী পরিচালিত হয়েছে স্থানীয় পুরোহিতদের দ্বারা। যিনি ছিলেন এ গীর্জার পুরোহিত, পাশাপাশি পর্তুগীজ এস্টেটের অধিকর্তাও। এই অধিকর্তাদেরই একজন যিনি ম্যানুয়েল-দ্য-আস্‌সুম্পসাঁও নামে পরিচিত, তিনি বাংলাভাষা চর্চা ও সংস্কারে রেখে গেছেন অসামান্য অবদান। ম্যানুয়েল-দ্য-আস্‌সুম্পসাঁও সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তাতে বলা হয়েছে যে, তিনি পর্তুগালের লিস্‌বন শহর থেকে একশত কিলোমিটার দূরে "ইভোরা" নামক ছোট্ট একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতাত্ত্বিক

বাংলাদেশের রাজনীতি ব্যতিত যে কোন বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ, রচনা ও গবেষণাপত্র পাঠিয়ে দেশে বিদেশে বসবাসরত সকল বাঙালীদের নিকট আপনার মেধার অলো পৌঁছে দিন আমাদের মাধ্যমে। এ সংস্করণটি ভূইয়াঁ বর্ণে সঙ্কলিত বলে কম্পিউটারে কোন বাংলা বর্ণের প্রয়োজন হবে না। শুধুমাত্র অ্যাক্রোব্যাট রিডার থাকলেই এটি পড়া ও ছাপানো সম্ভব। তাই, যে কোন বাংলাভাষা ভাষীর নিকট তড়িৎডাকে এটি সংযুক্ত করে প্রেরণ করলে প্রাপক অনায়াসে পড়তে ও ছাপতে পারবে। আর্ন্তজালে বাংলাভাষা ব্যবহারে সকলকে উৎসাহিত করুন।
যে কোন তথ্যের জন্য ও আপনার মতামত জানিয়ে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযেগ করুন। সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

দেশী পণ্য ক্রয় করুন - আপনার ও আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।

www.bhuiyan.com

বিভাগের তথ্যানুযায়ী, ম্যানুয়েল-দ্য-আস্‌সুম্পসাঁও নাগরীতে কাথলিক প্রচার কেন্দ্রের ও জমিধারীর দায়িত্বে থাকাবস্থায় তিনি বাংলাভাষার প্রথম অভিধান ও ব্যাকরণ রচনা করেন। তাঁর অবদান সম্পর্কে আবদুর রহিম খোন্দকারের The Portuguese Contribution to Bengali Prose, Grammer and Lexicography বইতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, শ্রদ্ধেয় ম্যানুয়েল-দ্য-আস্‌সুম্পসাঁও বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" এর প্রনেতাও। পুস্তিকাটি যীশুখ্রীষ্ঠ ও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কথোপকথনের উপর ভিত্তি করে রচিত। এটি ১৭৩৪ সনে রচিত হয়। এছাড়া তিনি ডোম এন্টিনিও কর্তৃক রচিত ডায়ালোগো (Dialogo) বইটি পর্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ করেন। "ইভোরা" পাবলিক লাইব্রেরীতে ডায়ালোগো-এর যে পান্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে তা থেকেই এ তথ্য জানা যায়। তিনি ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন "ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা বেনগেলা ই পর্তুগীজ" (Vocabulario Em. Edioma Bengalla E Portuguese) বা বাংলা পর্তুগীজ শব্দকোষ ও বাগ্‌ধারা নামক বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ ও অভিধান। এই দু'ইটি বই ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালের লিস্‌বন শহর থেকে প্রকাশিত হয়। তখন বাংলা মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার না হওয়ায় Vocabulario Em. Edioma Bengalla E Portuguese বইটি রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। অভিধানটিতে বহুলাংশে প্রধানতঃ ভাওয়াল অঞ্চলের প্রাত্যহিক শব্দ স্থান পেয়েছে। বাংলা ভাষা চর্চার ইতিহাসে এই অসামান্য অবদান স্বরূপ ম্যানুয়েল-দ্য-আস্‌সুম্পসাঁও নামটি একটি মর্যাদাশীল ও স্মরনীয় নাম হিসাবে হাজার হাজার বছর ধরে অমর হয়ে থাকবে।

ম্যানুয়েল-দ্য-আস্‌সুম্পসাঁও যে ভবনটিতে বসে এই অসামান্য কার্যটি সম্পাদন করেছিলেন সেটি আজ আর নেই। ভ্রাতাদের "কুঠিবাড়ি" বলে পরিচিত এ দু'তলা ভবনটি ভেঙ্গে ফেলে বেশ ক'বছর আগে এখানে একটি নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। অতএব দূর্ভাগ্যবশতঃ সকলে এ ঐতিহাসিক ভবনটি দেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

কিভাবে যাবেন নাগরী:

খুবই আকর্ষনীয় এ স্থানটিতে যেতে হলে, ঢাকা থেকে প্রথমে টঙ্গী স্টেশন রোড যেতে হবে। পরে টঙ্গী-ঘোড়াশাল-নরসিংদী রোডে বাস, টেম্পু টেক্সি কিংবা যেকোন যানবাহনে প্রায় ১০ কিঃমিঃ গিয়ে পথিমধ্যে নলছাটায় নেমে কিংবা সরাসরি (টেম্পু/নিজস্ব যানবাহনে) হাতের ডানে প্রায় দেড় কিঃমিঃ গেলেই পাখি-ডাকা, ছায়া-ঢাকা শান্ত গ্রাম 'নাগরী'। পুরো রাস্তাই পাকা বলে চলাচলে কোন অসুবিধা নেই। নাগরী গ্রামে পৌছেঁই প্রথমে চোখে পড়বে বড় খেলার মাঠ, তার পাশেই আসল দর্শনীয় স্থান সেন্ট নিকোলাস টলেন্টিনু গীর্জার প্রধান ভবনটি। পর্তুগীজ স্থাপত্য নিদর্শনে এটি সত্যি অতুলনীয়। এছাড়া রয়েছে পার্শবর্তী উচ্চ বিদ্যালয়টি। অনতিদূরে পানজোরায় দেখতে পাবেন সাধু আন্তনীর গীর্জাটি। এছাড়া বিশেষভাবে যারা বাঙ্গালী খ্রীষ্ঠানদের জীবন যাপন, আর্থ সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় আচার আচরণসহ তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে বিশেষ আগ্রহী তাদের জন্য হতে পারে এটি একটি আদর্শ স্থান। কেননা, বাংলাদেশের মোট খ্রীষ্ঠান ধর্মাবলম্বীদের একটি বিশেষ অংশই বাস করে নাগরী তথা কালীগঞ্জ থানাধীন এ অঞ্চলে।

ঢাকা থেকে গিয়ে দিনে দিনেই ফেরা যায়। এক থেকে দেড় ঘন্টার পথ। খাওয়ার জন্য বাজারে সাধারন মানের বেশ কিছু রেস্তোঁরা রয়েছে। আবার দল বেঁধে বনভোজন আকারে গেলে কাছাকাছি গ্রামের খালি জায়গায় রান্না করে খাওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য, বর্ষা মৌসুমে বিভিন্নস্থান থেকে নৌপথে অনেকে এখানে বনভোজনে আসে।

অতএব ঐতিহাসিক ও নানা স্মৃতি বিজরিত এই গ্রামটি হয়ে উঠতে পারে বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত, এ জন্য প্রয়োজন সংশিষ্ট সকল পক্ষের সদ্দিচ্ছা ও আন্তরিকতা। সেই সঙ্গে প্রয়োজন সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ। তাহলেই এটি গড়ে উঠতে পারে দেশের একটি অন্যতম আকর্ষনীয় পর্যটন কেন্দ্র।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: ফিরোজা ইয়াসমিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল

-: সমাপ্ত :-

বাংলাদেশের রাজনীতি ব্যতিত যে কোন বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ, রচনা ও গবেষণাপত্র পাঠিয়ে দেশে বিদেশে বসবাসরত সকল বাঙালীদের নিকট আপনার মেধার অলো পৌছে দিন আমাদের মাধ্যমে। এ সংস্করণটি ভূইয়াঁ বর্ণে সঙ্কলিত বলে কম্পিউটারে কোন বাংলা বর্ণের প্রয়োজন হবে না। শুধুমাত্র অ্যাক্রোব্যাট রিডার থাকলেই এটি পড়া ও ছাপানো সম্ভব। তাই, যে কোন বাংলাভাষা ভাষীর নিকট তড়িৎডাকে এটি সংযুক্ত করে প্রেরণ করলে প্রাপক অনায়াসে পড়তে ও ছাপতে পারবে। আর্ন্তজালে বাংলাভাষা ব্যবহারে সকলকে উৎসাহিত করুন। যে কোন তথ্যের জন্য ও আপনার মতামত জানিয়ে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযেগ করুন। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

দেশী পণ্য ক্রয় করুন - আপনার ও আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।